বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট্‌স ফেডারেশন

ঢাকা বাংলাদেশ

"ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র"

= ০ =

ধারা-১	শিরোনাম ও এলাকা	এই গঠনতন্ত্রকে জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের আদর্শ গঠনতন্ত্র বলা হবে। যাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বা তৎসম সরকারী আদেশ বলে গঠিত সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার অধীনস্থ জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকটস ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বলে গণ্য হবে। এবং এই ফেডারেশন "বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকটস ফেডারেশন" নামে অভিহত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক জাতীয় সংস্থা বলে বিবেচিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশের স্কোয়াশ খেলার সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এর আওয়াতাভূক্ত হবে।
ধারা-২	সংস্থা ও পরিধি	বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকটস ফেডারেশন বা (জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেট্‌স ফেডারেশন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কোয়াশ খেলার মান উন্নয়ন প্রসার, সংস্থার ও উন্নতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত সংগঠনকে বুঝাবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অন্যান্য সর্বশেষ সংশোধনীসহ পঠিতব্য ১৯৭৪ সনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইনের তপসীলে বর্ণিত সংগঠন সমূহ ও আন্তভূক্ত থাকবে ও হবে। অহাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইনের ১০,১২ ও ১৯ ধারা বলে গঠিত সংগঠন ও এর অন্তর্ভূক্ত হবে।
ধারা-৩	পতাকা ও বিবরন ঃ	সাদা রংয়ের মধ্যে সবুজ রং এর মনোগ্রাম সহ লম্বা যা হবে পার্শ্বে তার তিন ভাগের দুই অংশ হবে এর তিন ভাগের এক অংশ মধ্যে দুরত্ব থাকবে। এবং নীচে পাশে " স্কোয়াশ" লম্বা আড়াআড়ি ভাবে লিখা থাকবে।
ধারা-৪	সদর দপ্তর ঃ	বাংলাদেশের অভ্যান্তরে যে কোন শহরে এর সদর দফতর থাকবে। তবে রাজধানী প্রাধান্য পাবে।
ধারা-৫	ফেডারেশন এর কার্য পরিধি ঃ	(১) জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেট্‌স ফেডারেশন এর নিম্নবর্ণিত কার্য্যাদি থাকবেঃ (ক) সংশ্লিষ্ট খেলার যাবতীয় কার্য্যাদি সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার উন্নয়ন , নিয়ন্ত্রন ও সমন্বয় করা। (খ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন, সংস্থা থেকে স্বীকৃতি গ্রহন। (গ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান। (ঘ) সংশ্লিষ্ট খেলার প্রশিক্ষনের জন্য পরিকল্পনা ও কার্য্যক্রম তৈরী করা। (ঙ) সংশ্লিষ্ট খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে উন্নীত করণ। (চ) জাভীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট, প্রশিক্ষণ প্রর্দশনী খেলা ইত্যাদির আয়োজন করা। (ছ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশ গ্রহনের ব্যবস্থাগ্রহন ও অংশ গ্রহন।

চলমান পাতা-২

		(জ) দরিদ্র ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যানে সহায়তা করা। (ঝ) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান। (ঞ) স্কোয়াশ খেলার উপর বই,পত্রিকা, স্মরনিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন। (ট) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে স্কোয়াশ খেলার ব্যাপারে সেমিনার, কর্মশালা/প্রশিক্ষণ, নিয়ন্ত্রন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা। (ঠ) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান। (ড) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাঁদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া। (ঢ) নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। (ন) উপরে বর্নিত উদ্দেশ্যে অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাদি সমাপন অথবা বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক/আন্ত র্জাতিক নির্দেশাবলী পালন। (ত) সংস্থার নিজস্ব অফিস ক্রীড়া কমপ্লেক্স সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
ধারা-৬	সংযুক্ত সংগঠন সমূহঃ	জাতীয় পর্যায়ে স্কোয়াশ র‍্যাকেট প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহন সাপেক্ষে নিম্নবর্নিত সংস্থা সমূহ জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেড়ারেশন এর সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকবেঃ (ক) সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড (খ) বিমান বাহিনী ,, ,, ,, (গ) নৌ-বাহিনী ,, ,, ,, (ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস ,, ,, ,, (ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ,, ,, ,, (চ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ,, ,, ,, (ছ) বাংলাদেশ আনসার/ভিটিপি ,, ,, ,, (জ) প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড ,, ,, ,, (ঝ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ,, ,, ,, (ঞ) প্রতিটি ক্লাব যেখানে স্কোয়াস খেলা হয় ,, ,, ,, (২) শিল্প/সংস্থা/বোর্ড/কর্তৃপক্ষ/দপ্তর যারা সরাসরী জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশীপে অংশগ্রহন করে অথবা একটি জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট অংশগ্রহন করে এবং দেশে ক্রীড়া বিস্তারে মূল্যবান অবদান রাখে তাদেরকে ও জাতীয় ফেডারেশনে সরাসরি অন্তর্ভূক্তি দেয়া যাবে। তবে এ ব্যাপারে ফেডারেশনের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের মোট সদস্যের তিন ভাগের দুই অংশের অনুমোদন লাগবে।
ধারা-৭	জাতীয় ফেডারেশনের সংগঠন ঃ	জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সধারণ পরিষদ নিম্নবর্নিতভাবে সংগঠিত হবেঃ (ক) যে সমস্ত জেলায় স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে সেই সমস্ত জেলার ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি।

চলমান পাতা-৩

		(খ) প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি। (গ) ধারা-৬য়ে বর্নিত সংস্থাসমূহ থেকে একজন করে প্রতিনিধি। (ঘ) খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠন/স্কোয়াশ খেলায় জাতীয় ক্রীড়া পূরস্কার প্রাপ্তদের/মধ্য থেকে ফেডারেশন কর্তৃক মনোনিত সর্বমোট পাঁচজন প্রতিনিধি। (ঙ) ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব,আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, দানশীল ব্যক্তিত্ব, স্পনসার ইত্যাদির মধ্য হইতে জাতীয় পরিষদ সাধারণ পরিষদে ২ জন ও নির্বাহী পরিষদে ১ জন হইতে ৫ জন ও নির্বাহী পরিষদে ১ জন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে।
ধারা-৮	১। কার্যনির্বাহী পরিষদ	সভাপতি - ১ জন সহ-সভাপতি - ৩ জন সাধারণ সম্পাদক - ১ জন যুগ্ম সম্পাদক - ২ জন কোষাধ্যক্ষ - ১ জন সদস্য - ১৫ জন (নিম্ন বর্নিতভাবে গঠিত হবে) (ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও মন্ত্রণালয় থেকে একজন করে প্রতিনিধি (খ) সাধারণ পরিষদে অর্ন্তভূক্ত প্রতি বিভাগের সদস্যদের মধ্যে থেকে সহ-সভাপতি হতে সদস্য পর্যন্ত যে কোন পদসহ অন্ততঃ দু'জন করে সদস্য থাকবে।
	২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধ্যাদেশের ২০ ধারানুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। অন্যান্য সকল পদাধিকারী ধারা-৭ (১) তে বর্ণিত নির্বাচন মন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। (সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যম নির্বাচিত হবেন।
	৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জাতীয় ফেডারেশনে একজন করে পূর্ণকালীন দপ্তর সম্পাদক নিয়োগ করতে পারবে এবং তার চাকুরীর শর্ত ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করবে । তবে ফেডারেশন আপত্তি জানালে বোর্ড সচিব নিয়োগ করবে না। পদাধিকারীদের নির্বাচন/মনোনয়নের যোগ্যতা ঃ ১। পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্য বাদে জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশনের সহ সভাপতি এমন ব্যক্তিগণ হবেন যাঁরা হয় খ্যাতনামা খেলোয়াড়/ক্রীড়াবিদ অথবা ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। তাদেরকে ভালো সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অধিকারী হতে হবে। ২। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের মধ্য হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন বিধি মালা অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন।

চলমান পাতা-৪

		৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারন দ্বারা শুন্য হলে ফেডারেশনের সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগুরু সদস্যদের মতামত নিয়ে পদশুন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ স্থান পূর্ন করবেন। তবে এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত যোগ্যতার প্রতিপালন করতে হবে।
ধারা-৯	তহবিল	ফেডারেশনের সকল তহবিল সদর দপ্তর অবস্থিত জাতীয়কৃত যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংকে রাখতে হবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্ম ভাবে তা পরিচালনা করবেন। যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি অথবা সভাপতির অনুপস্থিতিক্রমে কোন সদস্য স্বাক্ষর করবেন।
ধারা-১০	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা	১। ফেডারেশনের নিম্নবর্নিত ভাবে পরিদর্শিত হবেঃ (ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমপক্ষে সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন কোন পদাধিকারী জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের বিষয়াদি বিজ্ঞপ্তি অথবা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিদর্শন করতে পারবেন। ফেডারেশনের এধরনের পদাধিকারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা করবে। ২। ফেডারেশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্নিত উপায়ে সম্পাদিত হবেঃ (ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের বার্ষিক/বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। (খ) জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। (গ) জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য মর্যাদাসম্পন্ন যে কোন পদাধিকারী বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে এই খেলার বিষয়াদি পরিসদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনাধীন সংস্থার পদাধিকারীগণ এই পরিদর্শনের সময় সকল প্রকার সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন।
ধারা-১১	অর্থ বছর	১। অর্থ বছর হিসাবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে ধরা হবে।
ধারা-১২	কার্যনির্বাহী কালীন মেয়াদ	জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের পদাধিকারীদের কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির হওয়ার পর কার্যভার গ্রহনের দিন থেকে ৩ বছরের মেয়াদের হবে।
ধারা-১৩	খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল	জাতীয় ফেডারেশন চ্যারিটি/প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে আইনানুগ পন্থায় কল্যান তহবিল তৈরী করতে পারবে।-

চলমান পাতা-৫

ধারা-১৪	খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ	সকল স্কোয়াশ খেলোয়াড়দেরকে ফেডারশন কর্তৃক তৈরী বিধি/উপ-বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত হতে হবে।
ধারা-১৫	বিধি ও উপ-বিধি	এই গঠনতন্ত্রের সংস্থান সমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য ফেডারেশন বিধি/উপ বিধি তৈরী করবে।
ধারা-১৬	সংশোধন ও নির্দেশ	১। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এই গঠনতন্ত্র এবং এর যে কোন ধারা বা উপ ধারা সংশোধন/বাতিলের কর্তৃত্ব থাকবে। ২। ফেডারেশন এই গঠনতন্ত্রের সংস্থানের পরি-পন্থি কোন বিধি বা উপ-বিধি তৈরী করবেন না। ৩।জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ফেডারেশনকে ক্রীড়ার স্বার্থে যে কোন ধরনের নির্দেশ প্রদান করতে পারে এবং এ ধরনের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে অবশ্য মানতে হবে। ৪।জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহনযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করা যেতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সিধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উৎথাপন করতে পারবে না। ৫। ফেডারেশনের বিধিবিধানের কোন সংশোধন সংযোজন করতে হলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
ধারা-১৭	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	এই গঠনতন্ত্রের লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বিষয়ে অথবা এই গঠনতন্ত্রের উপ-ধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চুড়ান্ত বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা অবশ্য মান্য হবে।
ধারা-১৮	সাময়িক ব্যবস্থা	বাংলাদেশের মোট জেলার অন্ততঃ অর্ধেকের বেশী জেলায় স্কোয়াশ কোর্ট স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই খেলাকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনে এডহক কমিটি গঠন করে ফেডারেশনের কার্যক্রম চালু রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে।
ধারা-১৯	নির্দেশ	সময় সময় প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয় নির্দেশ জারী করবেন এবং ফেডারেশন উহা মানিতে বাধ্য থাকবে।
ধারা-২০	আপীল কর্তৃপক্ষ	(ক) জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে (ব্যক্তিগত বা দলগত) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে আপীল করা যাবে এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। (খ) এই আপীল দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে না আসলে মন্ত্রণালয় ইহা বিবেচনা করবে না। (গ) খেলা চলাকালীন সময়ে আম্পায়ার/রেফারী কর্তৃক প্রদত্ব কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে কোন আপীল করা যাবে না। এবং এই বিষয়ে জাতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গ্রহন করতে হবে।